সেইভিং হিউম্যানিটি

এক সন্ধ্যায় আমার বন্ধু জর্জ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ন কণ্ঠে বলল, 'আমার এক বন্ধুর একটা ক্লাৎজ।'

আমি বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললাম, 'বুঝেছি, এক পালকের পাখি।'

জর্জ আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'এখানে পালক আসছে কী করতে ? মূল প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে যাওয়ার বড় বিচ্ছিরি স্বভাব তোমার। মাথায় বুদ্ধি না থাকলে যা হয় আর কি— তাই বলে তোমাকে ভর্ৎসনা করছি না আমি করুণা দেখাচ্ছি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা,' বললাম আমি। 'যা ভালো মনে করো—তাই। তুমি যে বন্ধুকে ক্লাৎজ বলছ, সে কি অ্যাজাজেল ?'

অ্যাজাজেলের কথা সরাসরি বলায় থমকে গেল জর্জ। অ্যাজাজেল হচ্ছে দু' সেন্টিমিটার উচ্চতার একটা ভূত, কিংবা বলা যায় আপার্থিব একটা জীব, যাকে নিয়ে হরদম বকবক করে থাকে জর্জ।

আমাকে সে শীতল কণ্ঠে বলল, 'অ্যাজাজেল কোনো আলাপের বিষয় নয়। আর আমি বুঝতে পারছি না, তুমি তার কথা শুনলে কিভাবে।'

একদিন তার সাথে যখন কথা বলছিলে, খুব কাছে ছিলাম তোমার,' তাকে বললাম আমি।

জর্জ আমার কথায় কান না দিয়ে বলতে শুরু করল:

অপ্রিয় ক্লাৎজ শব্দটির সাথে আমি পরিচিত হই বন্ধু মেনাল্ডার ব্লকের সাথে আলাপের সময়। তার সাথে তোমার কখনো দেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ সে বিশ্ববিদ্যালয় পাস দেয়া লোক, কাজেই বন্ধুত্ব

www.banglainternet.com

পাতানোর বেলায় বাছবিচার করে চলে। এজন্যে তুমি তার চোখে না পড়লে তেমন দোষ দেয়া যায় না তাকে।

জেবড়া-জোবড়া ধরনের এক লোক সম্পর্কে 'ক্লাৎজ' শব্দটি ব্যবহার করে ব্লক।

'এবং সেই লোকটি আমি,' বলল সে। 'শব্দটি এসেছে ইংলিশ (প্রাচীন জার্মান) ভাষা থেকে। শব্দটির অর্থ যদি আক্ষরিকভাবে নাও, তাহলে সেটা একখণ্ড কাঠ, একটা গুঁড়ি বা ব্লক। আর আমার নামটাও হচ্ছে ব্লক।'

বিশাল এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'এবং ক্লাৎজ শব্দটির মাধ্যমে কড়াভাবে যা বোঝান হয়েছে, সে রকম কাঠখোট্টা বা জড় কিছু নেই আমার মাঝে। তুমি তো দেখছ, গয়ালপোকার মতো কী সুন্দর নাচতে পারি আমি। আমার প্রতিটা চলনে ঝলকে ওঠে তারুণ্য, অসংখ্য মেয়ে তার সঙ্গী। সেদিক থেকে বরং জড়তা অনেক দূরে আমার অবস্থান। আমার নিজের মাঝে কোনো জড়তা নেই, কিন্তু চারপাশের সব কিছুই যেন স্থবির। এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, আমার কাছে মনে হয় যেন পুরোটা জগৎ নিজের মহাজাগতিক পায়ের ওপর ভর করে ঢিমেতেতালা চালে এগোচ্ছে। তুমি যদি এক ভাষার সাথে আরেক ভাষা মেশাতে চাও এবং গ্রিক ভাষার সাথে ইডডিশ মেশাতে, তাহলে আমি একজন "টেলিক্লাৎজ"।'

'কত দিন ধরে তোমার এ অবস্থা চলছে, মেনাস্তার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'অবশ্যই সারা জীবন ধরে, তবে বুঝতে পারি বড় হয়ে। এক সময় উপলব্ধি করি নিজের এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। এমন কি যুবক বয়সেও আমি ভেবেছি, আমার চারপাশে যা ঘটছে, সেটা স্বাভাবিক এক ব্যাপার।'

'তুমি কি এটা আর কারো সাথে আলাপ করেছ?'

'একদম না। তাহলে তো আমাকে পাগল ভাববে সবাই। তা—তুমি দেখবে নাকি কোনো সাইকোঅ্যানালিস্ট, সে আমার এই টেলি ক্লাৎজইজম-এর মুখোমুখি হবে? প্রথম সেখানেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে তার। নতুন মনোরোগ আবিষ্কার নিয়ে লিখে ফেলতে পারবে একটা কিছু এবং সম্ভবত কোটিপতি হয়ে যাবে শেষতক। তবে আমি কোনো মানসিক রোগের ডাক্তারকে বড়লোক বানানোর মতো বোকামোতে যাচ্ছি না। আমার এ কথা আসলে কারো কাছেই বলতে পারব না আমি।'

www.banglainternet.com

'তাহলে আমাকে বলছ কেন, মেনাভার ?'

'কারণ, আরেক দিক দিয়ে, আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাকে যদি সচল থাকতে হয়, তাহলে কাউকে না কাউকে অবশ্যই বলতে হবে ব্যাপারটা। আর ঘটনাচক্রে তুমি হচ্ছো সেই লোক, যাকে অন্তত চিনি।'

তার যুক্তি নিয়ে মাথা ঘামাইনি তখন, আমি শুধু দেখছিলাম, আরো একবার বন্ধুদের অপ্রত্যাশিত আস্থাভাজনে পরিণত হলাম। এটা হচ্ছে আমার সদ গুণাবলির মূল্য। মানুষের প্রতি আমার যে সহানুভূতি, সবার সাথে যে বোঝাপাড়া, সেটা তো প্রবাদতুল্য ব্যাপার। বিশেষ করে আমার বাক-সংযমের গুণ। কোনো গোপন কথা কখনো আমার কাছ থেকে অন্যের কানে গিয়ে পৌঁছেনি। তোমার বেলায় অবশ্যি ছাড় দিয়েছি। এর কারণও রয়েছে। যে কোনো ব্যাপারে তোমার মনোযোগ থাকে মাত্র পাঁচ সেকেন্ড, আর স্মৃতি শক্তির আয়ু আরো কম।

আরেকটা ড্রিংকের সঙ্কেত দিলাম আমি। আর সঙ্কেতটা বোঝালাম এমন এক কৌশলে, আমি জানতাম মেনাভার ঠিকই বুঝে নেবে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, টেলিক্লাৎজইজম প্রকাশ পায় কিভাবে ?'

'এক্কেবারে সাদামাটাভাবে আসে ওটা। আর সেভাবে জিনিসটা প্রথমবার আমার মনোযোগ কেড়ে নেয়, অদ্ভুত এক আবহাওয়ার ভেতর দিয়ে আসে ওটা, তখন ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলাম আমি। খুব একটা ভ্রমণে বেরোই না আমি, এবং বেরোলে গাড়ি নিয়ে বেরোই। আর বৃষ্টি থাকে আমার ভ্রমণের সময়। আবহাওয়ার পূর্বাভাস যাই থাক না, সব সময় একই ঘটনা ঘটে। যখন রওনা হয়ে যাই, উজ্জ্বল রোদে চারদিক ঝলমল করলেও কিছু যায় আসে না। আকাশে মেঘ জমতে থাকে, ক্রমশ কালো হতে থাকে সেই মেঘ, শুরু হয় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এবং একেবারে ঝমঝমিয়ে নামে। যখন আমার টেলিক্লাৎজইজম অদ্ভুত অবস্থায় থাকে, তাপমাত্রা তখন একেবারে নেমে যায় এবং একটা তুষার-ঝড় পাই আমরা।

'বোকা বনে যাওয়া থেকে অবশ্যই সতর্ক থাকি আমি। মার্চটা ভালোয় ভালোয় পার না হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকি নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে যেতে। গত বসন্তে আমি বোস্টন যাই ৬ এপ্রিল— আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে শুরু হয়ে যায় হিমঝঞ্জা। বোস্টনের আবহাওয়া দপ্তরের ইতিহাসে এপ্রিল মাসে ওটাই ছিল প্রথম হিমঝঞ্জা। ২৮ মার্চ আমি গাড়ি নিয়ে ভার্জিনিয়ার উইলিয়ামসবার্গ যাই। ভেবেছিলাম, কয়েকটা দিন ভালোই কাটবে, কিন্তু ওরেবাবা, সেদিন ৯ ইঞ্চি তুষারপাতা হল সেখানে। স্থানীয়

www.banglainternet.com

লোকজন জমে থাকা তুষার তুলে নিয়ে ঘষাঘষি করছিল আঙুলের ফাঁকে, আর পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছিল—এই সাদা জিনিসগুলো আসলে কী।

'আমি প্রায়ই ভেবেছি ব্যাপারটা নিয়ে। আমরা যদি ধরে থাকি, ঈশ্বরের সরাসরি কর্তৃত্বে চলছে পৃথিবী, তাহলে কল্পনা করতে পারি একটা দৃশ্য। গ্যাবরিয়েল সবেগে ছুটতে ছুটতে তার স্বরে চেঁচাচ্ছে, "হে ঈশ্বর, দু'টি ছায়া পথের মাঝে টক্কর এই লাগল বলে। সময় থাকতে বিপর্যয় ঠেকান।" তখন ঈশ্বরের জবাবটা হচ্ছে, "আমাকে বিরক্ত করো না, গ্যাবরিয়েল। আমি এখন মেনান্ডারের ওপর বৃষ্টি ঝরান নিয়ে ব্যস্ত।" '

আমি বললাম, 'তুমি তো তোমার এ জিনিস দিয়ে চূড়ান্ত রকমের ফায়দা লুটতে পার, মেনান্ডার। বিশাল অংকের টাকার বিনিময়ে তুমি বিক্রি করছ না কেন এটা? বিভিন্ন জায়গায় খরা দূর করার কাজে তো লাগাতে পার?'

'আমি ভেবেছি এ ব্যাপারে, কিন্তু নিছক ও চিন্তা আমার ভ্রমণের সময় বৃষ্টির সম্ভাবনাকে দূর করে দিতে পারে। তাছাড়া দেখা গেল, প্রয়োজনের সময় এত বৃষ্টি হল, চারদিক একেবারে সয়লাব।

'আর এটা তো শুধু বৃষ্টি বিঘ্নিত কোনো ব্যাপার বা ট্রাফিক-জ্যামের ঘটনা নয়। কিংবা জায়গা জমি তলিয়ে গিয়ে যে বেকায়দায় ফেলে দেয়—তাও নয়, অসংখ্য বিপত্তি ঘটে যায় তখন। দামি দামি সব জিনিস ভাঙতে থাকে আমার সামনে, অন্যের হাতে পণ্ড হয়ে যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যাতে সরাসরি কোন হাত থাকে না আমার। ইলিনয়িসের বাটাভিয়ায় যে অপারেশনটা হয়, কণা পরিমাণ গতি এগিয়ে ছিল সেখানে, আর তাতেই জট পাকিয়ে যায় সব। একদিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা এক্সপেরিমেন্ট পণ্ড হয়ে যায় বায়ুশূন্যতা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার ফলে। কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি এই ব্যর্থতার ব্যাপারে। পরদিন পত্রিকা থেকে যখন ঘটনাটা জানতে পারি, আমি শুধু বুঝতে পারি এই ব্যর্থতার কারণ। ঠিক সময় বাটাভিয়ার শহরতলি দিয়ে যাচ্ছিলাম একটা বাসে করে। আর অবশ্যই বৃষ্টি ছিল তখন।

'বুঝলে, বন্ধু, ঘটনাটি ঘটার বিশেষ মুহূর্তে চমৎকার ওই প্রতিষ্ঠানটির সেলারে, প্লাস্টিকের ভেতর টকোয় হচ্ছিল পাঁচ দিনের পুরনো মদ। কেউ একজন এসে তখন ঝাড়ু দেবে ওই টেবিল। কিন্তু যেই না সে বাড়ি পৌঁছেছে, সেলারে গিয়ে দেখে পাইপ সব বিস্ফারিত হয়ে গেছে। আর বিস্ফোরণ ঘটে ঠিক তখন, আমাকে যখন পেরিয়েছে সে। আমাকে পেরোনোর ওই প্যাসেজটা ছিল এর কারণ। তবে লোকটি জানতে

www.banglainternet.com

পারেনি, আমাকে সে পেরিয়ে যাওয়া মুহূর্তে ঘটেছে ওই বিস্ফোরণ। এ রকম দুর্ঘটনা ঘটে থাকবে অগণিত— দুর্ঘটনা যদি ধরা হয় আর কি।'

তরুণ বন্ধুটির জন্যে দুঃখ হল আমার। যখন উপলব্ধি করলাম আমি তার পাশে বসে আছি, গায়ের রক্ত হিম হয়ে এল আমার। ভয় হল আমার কোনো অকল্পনীয় ক্ষতি হয়েই যায় কি না।

আমি বললাম, 'তুমি তো দেখছি একটা কুফা!'

ঝট করে মাথাটা পেছন দিকে টেনে নিল মেনান্ডার। নাকের নিচ দিয়ে চূড়ান্ত রকমের নাখোশ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল সে। বলল, 'সাধারণ কোনো ব্যাপার হলে কুফা বলতে পারতে, কিন্তু টেলিক্লাৎজ-এর সাথে বিজ্ঞান জড়িত।'

'তা— তুমি কুফা হও, বা টেলিক্লাৎজ হও, তোমার এই অভিশাপটা দূর করে দিতে পারব হয়তো।'

'হ্যাঁ, অভিশাপই,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল মেনান্ডার। 'আমি প্রায় ভাবি, আমার জন্মের সময় কোনো দুষ্ট পরী এসে এ অভিশাপ দিয়ে গেছে। এখন তুমি যা বলার চেষ্টা করছ, তা হচ্ছে— তুমি একটা ভালো পরী, এই অভিশাপ কাটানোর ক্ষমতা আছে তোমার?'

'কোনো পরীটরী নই আমি,' বললাম কঠিন স্বরে। 'ধরে নাও। স্রেফ তোমার অভিশাপটা দূর করে দেব।'

'এই ধরাধামে তুমি সেটা করবে কিভাবে?'

'ব্যাপারটা ঠিক ধরাধামের নয়,' বললাম আমি। 'কিন্তু কিভাবে বোঝাই এটা?'

'একাজ করে তোমার লাভটা কী?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

'এক বন্ধুকে যন্ত্রণাদায়ক জীবন থেকে উদ্ধার করলাম, এ রকম একটা উষ্ণতা অনুভব করব হৃদয়ে।'

মেনান্ডার ভেবে দেখল ব্যাপারটা। তারপর দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'এটাই যথেষ্ট নয়।'

'অবশ্যই, এখন তুমি যদি আমাকে সামান্য কিছু টাকা...'

'না, না। এভাবে তোমাকে অপমান করতে চাই না আমি। একজন বন্ধুকে টাকা সাধা যায় নাকি? টাকাপয়সা দিয়ে বন্ধুত্বের মূল্যায়ন করব? আমার সম্পর্কে এটা তুমি ভাবলে কী করে, জর্জ? আমি যা বোঝাতে চেয়েছি, তা হচ্ছে— শুধু আমার টেলিক্লাৎজইজম ছাড়িয়ে

www.banglainternet.com

দিলেই যথেষ্ট কাজ হবে না। এরচে'ও বেশি কিছু করতে হবে তোমাকে।'

'একজন কিভাবে এর চে' বেশি কিছু করবে?'

'মন দিয়ে ভেবে দেখ! আমার সারা জীবনে অগণিত মানুষের ছোটখাট ঝামেলা থেকে বড় ধরনের বিপর্যয় পর্যন্ত অনেক ঘটনার জন্যে দায়ী আমি। ঠিক এ মুহূর্ত থেকে যদি আমার কারণে কাউকে দুর্ভাগ্যের শিকার নাও হতে হয়। আমার সাথে মন্দ জিনিসটা এত দূর এগিয়েছে যে, ওটার প্রভাব থেকে যাবেই। অবশ্যই এমন কিছু অর্জন করতে হবে আমাকে, যা মন্দ জিনিসটাকে সমূলে দূর করে দেবে।'

'যেমন?'

'অবশ্যই মানবজাতিকে রক্ষা করার মতো একটা অবস্থানে থাকতে হবে আমাকে।'

'মানবজাতিকে রক্ষা?'

'যে অপরিমেয় ক্ষতি আমি করেছি, আর কিভাবে সেটার সমতা আনা সম্ভব? তোমাকে অনুরোধ করছি, জর্জ, তুমি যদি আমার অভিশাপটা দূর করে দাও, সেখানে এনে দাও ঘোর বিপদে মানবজাতিকে রক্ষা করার ক্ষমতা।'

'সেটা পারব কি না, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।'

'চেষ্টা করো, জর্জ। পিছিয়ে যেও না এ রকম বিপদে। কাজটা যখন করবে, ভালোভাবেই করো। মানবজাতিকে নিয়ে ভাব, বন্ধু।'

'দাঁড়াও একটু,' সতর্ক হয়ে গেলাম আমি। 'তুমি কিন্তু পুরো ব্যাপারটা ছেড়ে দিচ্ছ আমার কাঁধে।'

'অবশ্যই, জর্জ,' উষ্ণ কণ্ঠে বলল মেনাভার। 'বিশাল কাঁধ তোমার। ভালো কাঁধ! ভার বয়ে নেয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে এই কাঁধ। বাড়ি যাও, জর্জ। আমার এই অভিশাপ দূর করার ব্যবস্থা নাও। কৃতজ্ঞ মানবজাতির আশির্বাদ পাবে। অবশ্যি একথা কোনোদিন জানতে পারবে না কেউ। কারণ একথা কাউকে বলব না আমি। সবাই তোমার ভালো কাজগুলোর কথা জেনে ফেলুক, আর তুমি লজ্জা পাবে, তা হবে না কখনো। এ ব্যাপারে আমার ওপর নির্ভর করতে পার। আমি প্রকাশ হতে দেব না এসব।'

নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের ভেতর চমৎকার একটা ব্যাপার রয়েছে। পৃথিবীর কোনো কিছুই তার বিকল্প হতে পারে না। কাজটা সারতে ঝটপট উঠে পড়লাম আমি। এত দ্রুত বেরিয়ে এলাম, ডিনারের অর্ধেক বিল দেয়ার

www.banglainternet.com

ব্যাপারটা মালুম হল না। সৌভাগ্যক্রমে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত সেটা লক্ষ করল না মেনান্ডার।

অ্যাজাজেলের নাগাল পেতে ঝক্কি গেল কিছুটা। যাওবা নাগাল পেলাম, আমার কথা আদৌ তার ভালো লেগেছে বলে মনে হল না। গোলাপি একটা আভা ছড়াচ্ছিল তার দু'সেন্টিমিটারের এইটুকুন শরীর থেকে। বাঁশির মতো শিসকাটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বলল, 'আচ্ছা, তোমার কাছে কি আমাকে ভেজা মনে হচ্ছে না?'

এবং সত্যিই অ্যামোনিয়ার হালকা একটা গন্ধ পাচ্ছি তার চার পাশে। আমি কাতর কণ্ঠে বললাম, 'তোমার এ কথার চেয়ে আমার কথাটা অনেক বেশি জরুরি। সব কথা তো বলাই হয়নি তোমাকে।'

'ঠিক আছে তাহলে, বল আমাকে। তবে মনে রেখ, পুরো দিনটা আবার মেরে দিও না।'

'নিশ্চয়ই!' বললাম আমি, সংক্ষেপে মেরে দিলাম প্রসঙ্গটা।

'হুঁ-ম-ম,' বলল অ্যাজাজেল। 'এবার তুমি মজার এক সমস্যা নিয়ে এসেছ আমার কাছে।'

'তাই? তুমি কি বলতে চাইছ, টেলিক্লাৎজইজম নামে সত্যিই কিছু একটা রয়েছে?'

'আরে, হ্যাঁ। দেখ, কোয়ান্টাম মেকানিকস পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, নিখিল বিশ্বের যাবতীয় জিনিস নির্দিষ্ট একটা সীমা পর্যন্ত পর্যবেক্ষকের ওপর নির্ভরশীল। ব্যাপারটা ঠিক এ রকম, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রভাবিত করছে পর্যবেক্ষককে এবং পর্যবেক্ষক প্রভাবিত করছে পৃথিবীকে। কিছু পর্যবেক্ষক আবার অশুভ প্রভাব ফেলছে নিখিল বিশ্বে, কিংবা অন্তত অন্যান্য পর্যবেক্ষকও আক্রান্ত হচ্ছে একইসঙ্গে। এভাবে একজন পর্যবেক্ষক আলোড়ন তুলতে পারে তারকার সুবারনোভাডোমে, আর তার অশুভ প্রভাব পড়তে পারে অন্য ক'জন পর্যবেক্ষকের ওপর।'

'এই তাহলে। আচ্ছা, তুমি কি আমার বন্ধু মেনান্ডারের এই কোয়ান্টাম-অবজারভেশনাল সমস্যাটা দূর করে দিতে পারবে?'

'অবশ্যই! এটা তো একটা সহজ কাজ! মাত্র দশ সেকেন্ড লাগবে কাজটা সারতে। তারপর আমি ফিরে যাব আমার শাওয়ারে। শাওয়ার শেষে যোগ দেব গিয়ে লাসকোরাটি উৎসবে, সেখানে অকল্পনীয় সুন্দরী দুই সামিনির সাথে আনন্দফুর্তি করব।'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও! এটাই কিন্তু যথেষ্ট নয়।'

www.banglainternet.com

'বোকার মতো কথা বল না। দুই সামিনিই আমার জন্যে যথেষ্ট। শুধু এক লম্পটই চাইবে তিনজন।'

'আমি বলতে চাইছি, শুধু মাত্র টেক্লিাৎজইজম দূর করলেই হবে না। মানবজাতিকে বাঁচানোর মতো অবস্থানেও যেতে চায় মেনান্ডার।'

অ্যাজাজেলের এমন চেহারা হল, মিনিটখানেকের জন্যে আমার মনে হল— আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের কথা ভুলে যেতে বসেছে সে। আমার দীর্ঘদিনের এই বন্ধুত্বের মাঝে আমি অ্যাজাজেলের জন্যে যা করেছি, মজার মজার সব সমস্যা তুলে ধরেছি তার কাছে, যা সম্ভবত তার মন এবং জাদু শক্তির উন্নতি ঘটিয়েছে। একনাগাড়ে বকবক করে অ্যাজাজেল যা বোঝাল, তার পুরোটা ভালো করে বুঝতে পারলাম না আমি। তার কথার বেশিরভাগ শব্দ ছিল নিজ ভাষা থেকে নেয়া। মরচে পড়া পেরেকে করাত ঘষা খেলে যে শব্দ হয়, আমার কানে তার শব্দগুলো বেজেছে ঠিক সেভাবে।

শেষতক ঠাণ্ডা হল সে। ফিকে লাল একটা তাপ ছড়াতে লাগল ভূতটা। শেষে বলল, 'এখন আমি বাকি কাজটা করব কিভাবে, বল?'

'তোমার জন্যে কাজটা কি খুব বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে?'

'সে আর বলতে!...তবে একটু দেখে নিই!' খানিকক্ষণ ভেবে নিল সে, তারপর ফেটে পড়ল রাগে, 'কিন্তু নিখিল বিশ্বে কে আছে এমন, যে বাঁচাতে চায় মানবজাতিকে? একাজ করে লাভটা কী? পৃথিবী নামের জায়গা জুড়ে কেবল গন্ধ ছড়াচ্ছ তোমরা... ঠিক আছে, ঠিক আছে, মনে হচ্ছে কাজটা হয়ে যেতে পারে।'

মাত্র দশ সেকেন্ডে হল না। পাক্কা আধঘণ্টা লেগে গেল কাজটা শেষ হতে। শুধু তাই নয়, বড্ড অস্বস্তিকর এই আধঘণ্টা। এই সময়টুকুতে অ্যাজাজেল খানিকক্ষণ কাটালো রাগে গরগর করে। আর বাকি সময়টা আফসোস করল দুই সামিনি তার পথ চেয়ে আছে বলে।

শেষতক কাজটা করে ফেলল অ্যাজাজেল। আর কাজটা শেষ হওয়া মানে মেনান্ডার ব্লককে নিয়ে আমার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া।

তারপর যখন মেনান্ডারের সাথে আমার দেখা হল, তাকে বললাম, 'ভালো হয়ে গেছো তুমি।'

সে আমার দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'জান, সে রাতে ডিনারের টাকা না দিয়ে আমাকে কেমন বেকায়দায় ফেলেছিলে? আমি তো আটকা পড়ে গিয়েছিলাম সেখানে।'

www.banglainternet.com

'আমি বলছি তুমি ভালো হয়ে গেছ, আর তুমি কী একটা তুচ্ছ ঘটনা এনে তুলনা করছ তার সাথে।'

'কিন্তু আমি তো ভালো বোধ করছি না।'

'ঠিক আছে, এস আমার সাথে। চল, এক সঙ্গে গাড়ি নিয়ে বেরোই। চালাবে তুমি।'

'আকাশ তো এর মধ্যেই কেমন মেঘলা হয়ে গেছে। ভালো হওয়ার নমুনা আর কি!'

'চালাও না গাড়ি ? ক্ষতি তো কিছু নেই ?'

গ্যারেজ থেকে গাড়িটা ব্যাক করে নিয়ে এল সে। রাস্তার অপর প্রান্তে এক পথচারি ডিঙিয়ে যেতে ব্যর্থ হল একটা উপচে পড়া ময়লায় ক্যান।

গাড়িটা ব্যাক করে একেবারে রাস্তার ওপর নিয়ে এল মেনাস্তার। তারপর রওনা হয়ে গেলাম আমরা। আমরা যখন এগোচ্ছি, কেন জানি লাল আলোটা জ্বলল না রাস্তায়। ফলে ইন্টারসেকশানে দুটো গাড়ির সঙ্ঘর্ষ হতে গিয়েও হল না। শেষ মুহূর্তে স্কিড করে দুটো সরে গেল পরস্পরের কাছ থেকে।

এর মধ্যে ব্রিজের ওপর চলে এসেছে মেনাস্তার জমাট মেঘ হালকা হয়ে এসেছে আকাশে, উষ্ণ রোদ ঝলকে পড়েছে গাড়ির ওপর। কিন্তু সেটা চোখে পড়েনি তার।

বাড়ি পৌঁছে লাজলজ্জা ভুলে কাঁদতে শুরু করল মেনাস্তার। শেষে গাড়িটা পার্ক করতে হল আমাকে। একাজ করতে গিয়ে গাড়িটা ঘষা খেল সামান্য।

পরের কয়েকটা দিন আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছে মেনাস্তার। সারা পৃথিবীতে তখন একমাত্র আমিই শুধু বুঝতে পেরেছি কী অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছে।

সে এসে বলত, 'এক নাচের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, কিন্তু কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। কোনো জুটি নাচতে নাচতে অন্য কোনো জুটির পায়ের ওপর গিয়ে পড়েনি এবং ভাঙেনি একটি বা দু'টি কলার বোন। পরীর মতো তাধিন-তাধিন নাচি আমি, কোনো সমস্যা হয় না। আর নাচের অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গিনী গাপুস-গুপুস খেয়েও অসুস্থ হয় না কখনো।'

কিংবা বলত, 'জান, নতুন একটা এয়ার-কন্ডিশনিং ইউনিট লাগাচ্ছিল ওরা, একবারও কারো পায়ের ওপর পড়ে ভর্তা করেনি তার পা।'

www.banglainternet.com

কিংবা এমন কি একথাও বলত 'এক বন্ধুকে দেখতে গিয়েছিলাম হাসপাতালে, অথচ সেখানে কোনো অঘটন ঘটেনি। এক সময় এ রকম সৌজন্য রক্ষার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না। হাসপাতালে যে রুমগুলোর পাশ দিয়ে গেছি, কোনো রুমে ইনজেকশান দেয়ার সময় একবারও বিপত্তি ঘটেনি। কোনো রোগীর শিরা ভেদ করে বেরিয়ে যায়নি ছুঁচ, কিংবা আসল জায়গায় না করে ভুল জায়গায় ইনজেক্ট করেনি ডাক্তার।'

মাঝেমধ্যে সে সংশয় নিয়ে জানতে চাইবে, 'তুমি কি নিশ্চিত, মানবজাতিকে রক্ষা করার একটা সুযোগ পাব আমি?'

'নিঃসন্দেহে,' আমি তখন বলেছি 'এটাও তো তোমার ভালো হওয়ার একটা অংশ।'

কিন্তু একদিন ভুরু কুঁচকে আমার সামনে এসে দাঁড়াল সে। বলল, 'শোনো, এই মাত্র আমি ব্যাংকে গিয়েছিলাম আমার ব্যাংক ব্যালান্সের ব্যাপারে খোঁজ নিতে। ব্যালান্স যা থাকার কথা, তারচে' নেমে গেছে একটু। নামবে না? বিল না দিয়েই তো সেদিন সটকে পড়লে রেস্তোরাঁ থেকে। তো, অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার আগেই বেধে গেল ভজকট। আমি ব্যাংকে ঢোকামাত্র স্যাঁৎ করে কম্পিউটারের হিসেব সব উধাও। সেখানকার সবাই খুব অবাক এ কাণ্ড দেখে। ভালো হওয়ার ব্যাপারটা কি মুছে গেল তাহলে?'

'এটা হতে পারে না,' বললাম আমি। 'হয়তো এ ঘটনার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। সেখানে হয়তো বা অন্য কোনো টেলিক্লাৎজ রয়েছে, যে ভালো হয়নি এখনো। তোমার বেলায় আগে আগে যা ঘটেছে, ওই টেলিক্লাৎজ-এর বেলায়ও ঠিক তাই ঘটেছে।'

কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়। আরো দু'বার ঘটে যায় একই ব্যাপার। মেনান্ডার যখনই তার ব্যাংক ব্যালান্সের খোঁজ নিতে গেছে, তখনই বেধে গেছে ভজকট। গোলমাল দেখা দিয়েছে কম্পিউটারে। আসলে রেস্তোরাঁয় আমার যে বিলটা আমি রেখে এসেছিলাম, সেটা তো খুবই সামান্য। এই তুচ্ছ অংক নিয়ে মেনান্ডারের মুষড়ে পড়াটা একটা বমি আসার মতো ব্যাপার। শেষতক বিপত্তি দেখা দিল মেনান্ডারের নিজের প্রতিষ্ঠানে। যে ঘরে কম্পিউটার আছে, সেখানে মেনান্ডার ঢুকলেই বিগড়ে যায় কম্পিউটার। রেগেমেগে সে আমার সামনে যে ভয়াল মূর্তিতে এসে দাঁড়াল, সেটা স্রেফ একটা আতঙ্ক।

www.banglainternet.com

মেনাভার গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে বলল, 'ওই কুফা জিনিসটা ফিরে এসেছ। আমি বলছি তোমাকে, ওটা ফিরে এসেছে আবার। এবার আর এ জিনিস নিতে পারব না আমি। স্বাভাবিক জীবনের সাথে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি এখন। পুরনো জীবনে আর ফিরে যেতে পারব না। শেষে আত্মহত্যা করতে হবে আমাকে।'

'না, না, মেনাভার। তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করে ফেলছ।'

মনে হল যেন আরেকটা তীক্ষ্ণ চিৎকার দেয়ার আগে নিজেকে সামলে নিল মেনাভার। আমার সুবিবেচনা পূর্ণ মন্তব্য নিয়ে ভাবল সে। তারপর বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে আমার। ধরো, আত্মহত্যা না করে তোমাকে মেরে ফেললাম। আর যাই হোক, কিছুটা সান্ত্বনা তো পাব।'

তার দিকটা সে দেখছে, শুধু একটু বেশি দেখছে এই যা। আমি বললাম, 'যে কোনো কিছু করার আগে আমাকে দেখতে দাও ব্যাপারটা। ধৈর্য ধরো, মেনাভার। আর যা কিছু ঘটছে, সব তো কম্পিউটারকে নিয়ে। কম্পিউটারকে পাত্তা কে দেয় বল?'

মেনাভার আমাকে আর কিছু বলার আগেই দ্রুত কেটে পড়লাম আমি। আমার ভয় ছিল, সে প্রশ্ন করে বসতে পারে, কম্পিউটারগুলো যদি তার আগমনে এভাবে বার বার বিগড়ে যায়, তাহলে টাকার ব্যবস্থাটা হবে কী করে? নিজের ব্যাংকব্যালান্সের ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে একটা সমাধান চেয়ে বসতে পারে সে। এ ব্যাপারে সত্যিই একটা মনোম্যানিয়াক মেনাভার। রীতিমত বাতিকগ্রস্ত।

অ্যাজাজেলেরও তাই, তবে অন্য বিষয়ে। সেই যে দুই সামিনির কথা সে বলেছিল, আমার কাছে মনে হল এই সামিনি দু'জনের সাথে এবার কিছু একটা করছিল অ্যাজাজেল। সে যাই করুক বা যা কিছু ঘটুক, এর সাথে ডিগবাজির ব্যাপারটা ছিল জড়িত। আমার সামনে যখন সে এল, রেশটা ছিল এখনো। হ্যাঁ, ডিগবাজি দিতে দিতে হাজির হল অ্যাজাজেল। আমি আজো জানি না এই ডিগবাজির কারণটা আসলে কী ছিল।

আমি মনে করি না কখনো শান্ত হবে অ্যাজাজেল। তবে মেনাভারের ব্যাপারটা আমার কাছে ব্যাখ্যা করে সে। পরে আমি মেনাভারের কাছে খুলে বলি সব।

www.banglainternet.com

পার্কে দেখা করার ব্যাপারে তাকে চেপে ধরি আমি। পার্কে ভিড় থাকে। ইচ্ছে করেই এ রকম ভিড় পূর্ণ সুন্দর জায়গা বেছে নিলাম। আত্মরক্ষার একটা ব্যাপার আছে না। বলা তো যায় না কখন বিগড়ে যায় মেনান্ডারের মাথা। তখন তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে উদ্ধার করবে আশেপাশের মানুষ।

আমি বললাম, 'মেনান্ডার, তোমার টেলিক্রাৎজইজম কখনো কাজ করছে, শুধু কম্পিউটারের বেলায় ঘটছে এর ব্যতিক্রম। শুধু কম্পিউটারের বেলায়। বাকি যা কিছু ত্রুটি ছিল, সব সারা জীবনের জন্যে সেরে গেছে।'

'আমার কম্পিউটারের ত্রুটিটাও ভালো করে দাও।'

'দেখ, মেনান্ডার, ব্যাপারটা যখন একবার ঘটে যায়, ওটাকে আর নড়ানো যায় না। তোমার কম্পিউটার বিষয়ক এই ত্রুটি ভালো হবে না কখনো, সারাজীবন ঠিক এভাবেই থেকে যাবে।'

শেষ কথাটা বরং ফিসফিস করে বললাম, কিন্তু সে শুনে ফেলল ঠিকই।

'কেন ?' রীতিমত হুঙ্কার দিয়ে উঠল সে। 'তুমি একটা অপদার্থ, খরগোশের মতো মগজ তোমার। রোগাটে উটের মতো জড় বুদ্ধি।'

'একসঙ্গে এতগুলো গাল অযথা দিলে। কোনো লাভ নেই এতে। তুমি বুঝতে পারছ না, মানবজাতিকে রক্ষা করতে চেয়েছ বলেই তো এটা ঘটেছে ?'

'না, আমি বুঝতে পারছি না। তোমাকে সময় বেঁধে দিচ্ছি, এর মধ্যে বোঝাবে আমাকে। মাত্র পনের সেকেন্ড সময় তোমার হাতে।'

'যুক্তি মানার চেষ্টা করো! মানবজাতি এখন কম্পিউটার-বিস্ফোরণের মুখোমুখি। কম্পিউটারগুলো দ্রুত বহুমুখী গুণের অধিকারী হয়ে উঠছে। দিন দিন আরো কার্যক্ষম এবং আরো বেশি বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে। মানবজাতি ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে কম্পিউটারের ওপর। শেষতক এমন এক কম্পিউটার তৈরি হবে, সারা বিশ্বের কর্তৃত্ব দখল করে বসবে সেটা। মানব জাতির কিছুই করার থাকবে না তখন। কম্পিউটারটি তখন মানবজাতিকে অপ্রয়োজনীয় ভেবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমরা অবশ্যি নিজেদের ভেতর বেশ আত্মতৃপ্তি নিয়ে বলে থাকি প্লাগ টেনে তুললেই তো কম্পিউটারের খেল খতম। কিন্তু ওই কম্পিউটারের প্লাগ খোলা যাবে না। যে কম্পিউটার আমাদের ছাড়া গোটা

www.banglainternet.com

বিশ্ব চালাতে পারবে, নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতাও থাকবে সেটার। নিজেকে চালানোর জন্যে নিজেই করবে তার বিদ্যুতের ব্যবস্থা।

'ওই কম্পিউটারটি হবে অপরাজেয়, এবং মানবজাতির জন্যে ভয়াবহ দুর্ভোগ নেমে আসবে। আর, বন্ধু, তুমি ঠিক এ জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়েছ। আগামীতে ওই বিপদজনক কম্পিউটারের সামনে গিয়ে হাজির হবে তুমি, কিংবা এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হবে, তুমি মাত্র কয়েক মাইল দূরত্বের মধ্যে থাকবে ওটার। তখন ওই কম্পিউটারের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সঙ্গে সঙ্গে বিকল হয়ে যাবে ওটার যাবতীয় কর্মকাণ্ড। এভাবে রক্ষা পাবে মানবজাতি! ধন্যবাদ জানাই তোমার এ গুণটিকে। অসংখ্য ধন্যবাদ!'

মেনান্ডার ভাবল এ নিয়ে। আমার কথায় খুশি হয়েছে বলে মনে হল না। সে বলল, 'কিন্তু আমি তো তখন কম্পিউটারের কাছে যেতে টেতে পারব না।'

'ঠিক আছে, তোমার কম্পিউটার-ক্লাৎজইজমকে খুব ভালো করে সেঁটে দেয়া হবে। ওটাকে পেরেক ঠোকার মতো এমনভাবে লাগিয়ে দেয়া হবে, ব্যর্থতা বলে কিছু আর থাকবে না তখন। আমরা নিশ্চিত হয়ে যাব, সময় যখন আসবে, কোনো গড়বড় হবে না কাজে। তারমানে ওই কম্পিউটার তোমার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না। মানবজাতিকে রক্ষা করার যে মহান দায়িত্ব তুমি নিতে চেয়েছিলে, তার পুরস্কারস্বরূপ এই গুণটি পেয়েছ তুমি। এবং মানবজাতিকে রক্ষা করার কৃতিত্বের জন্যে আগামী দিনের ইতিহাসে সসম্মানে ঠাঁই হবে তোমার।'

'তাই?' বলল সে। 'তা— কখন আসবে সেই উদ্ধারের সময়?'

আমি বললাম, 'আমার সূত্র অ্যাজাজেল যা বলেছে, তাতে ওই সময়টা আসতে আসতে ষাট বছর বা আরো সময় লাগবে। ব্যাপারটা তুমি এভাবে দেখ—তুমি অন্তত নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকবে।'

'এবং এর মধ্যে,' এমনভাবে চেঁচাল মেনান্ডার, আশেপাশের মানুষ সব একযোগে তাকাল আমাদের দিকে। 'এর মধ্যে দিনকে দিন আরো কম্পিউটারাইজড হবে গোটা বিশ্ব, এদিকে আমিও ক্রমশ যেতে পারব না আরো অনেক জায়গায়? অনেক কাজ থেকে আমার দূরত্ব বেড়ে যাবে এবং সব মিলিয়ে নিজের তৈরি এক বন্দিশালায় বন্দি হয়ে পড়ব—'

www.banglainternet.com

'কিন্তু সবশেষে মানবজাতিকে রক্ষা করবে তুমি! তাই তো চেয়েছিলে!'

বিকট সুরে চিৎকার দিয়ে উঠল মেনান্ডার, 'গুল্লি মারি তোর মানব জাতির!'

লাফ মেরে দাঁড়িয়ে আমাকে ধাওয়া করল সে।

কোনো মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলাম আমি। পার্কের লোকজন তাকে সময় মতো না ধরলে গিয়েছিলাম আর কি।

মেনান্ডার এখন এক ফ্রয়ডিয়ান সাইকিয়াট্রিস্টের জিম্মায় রয়েছে। রীতিমতো মনোবিশ্লেষণ চলছে তার। মোটা অঙ্কের টাকা খসবে এতে, তবে লাভের লাভ কিছুই হবে না।

জর্জ তার গল্প শেষ করে নিজের বিয়ারের পটটার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি জানি টাকাটা আমাকেই দিতে হবে।

সে বলল, 'এই গল্পের একটা নীতিকথা রয়েছে, জানো।'

'কী সেটা?'

'মানুষের আসলে কোনো কৃতজ্ঞতাবোধ নেই!'

রূপান্তর : অনন্ত আহমেদ

www.banglainternet.com